চরৈবেতি

১৪২৫ বঙ্গাব্দ
ষোড়শ বর্ষ
পঞ্চদশ সংখ্যা

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

সংস্কৃত বিভাগ

চরৈবেতি

১৬তম বর্ষ ● ১৫তম সংখ্যা ● আগষ্ট ২০১৮

'যদ্ ভদ্রং তন্ন আ সুব'
(শুক্লযজুর্বেদসংহিতা, অধ্যায় ৩০, মন্ত্র-৩)

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন
সংস্কৃত বিভাগ

৯ই ভাদ্র, ১৪২৫
২৬শে আগষ্ট, ২০১৮

প্রকাশনা ঃ
সংস্কৃত বিভাগ
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন
৩৩, শ্রীমা সারদা সরণি

সংস্কৃত বিভাগ ঃ
শ্রীমতী রুমা রায়
শ্রীমতী সাবেরী রক্ষিত
শ্রীমতী সংঘমিত্রা মুখার্জী
ব্রহ্মচারিণী প্রাচী

মুদ্রক ঃ
সাহা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯৮৩১১১৫১৫২
৫০৭/৮৭, যশোহর রোড, দেবেন্দ্র নগর,
কোলকাতা - ৭০০ ০৭৪

সম্পাদকীয়ম

ষোড়শী সঞ্জাতা অস্মদীয়া পত্রিকা
'চরৈবেতি'। প্রাপ্তে ষোড়শে বর্ষে নিতরাং
কুসুমিতা পল্লবিতা চ জায়তে ইয়ম্।
বিষয়ৈবৈচিত্র্যং সম্পাদয়তি অস্যা গৌরবম্।
চিরাচরিতেন বিভাগীয়ছাত্রীণাং সাগ্রহপ্রয়াসৈঃ
আঢ্যতরা জায়তে সা। ঈদৃশী চলতু তস্যাঃ
গতিঃ — ইয়মেব অস্মাকং প্রার্থনা।
অয়মেব ভবতু জীবনস্য মন্ত্রঃ - 'চরৈবেতি'

সূচীপত্রম্

		পৃঃ
১।	ভগিনী ও তাঁর কন্যাগণ	১
২।	জীবন যে রকম	৩
৩।	সৃজন ছন্দে আনন্দে	৫
৪।	বেদ - লক্ষণম্	৭
৫।	শ্রীরামকৃষ্ণদেবঃ	৮
৬।	রক্ষাবন্ধনম্	৯
৭।	আদর্শঃ ছাত্রঃ	১০
৮।	বুদ্ধঃ	১০
৯।	মহাশ্বেতায়া; রূপবর্ণনম্	১১
১০।	রাজ্ঞঃ দিলীপস্য অসাধারণং চরিত্রম্	১৩
১১।	নারী-নির্যাতনম্	১৫
১২।	একস্যা ঃ নদ্যা ঃ আত্মকথা	১৬

ভগিনী ও তাঁর কন্যাগণ

বাগবাজারের বোস পাড়া লেনের একটি ক্ষুদ্র গৃহে ভগিনী নিবেদিতার একটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। শ্রীশ্রীমা এই কন্যা শিক্ষাপীঠের শুভ উদ্বোধন করেন। এদিক দিয়ে কলকাতার সব স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। অন্যভাবে দেখলে সেটি একটি পুরনো বাড়ী। ছোট্ট ছোট্ট ঘর, সরু বারান্দা, ছোট্ট হলেও দু-হারা একটি ঠাকুরদালান, ছোট্ট উঠোন, ছোট্ট সরু সিঁড়ি ও ছাদ ওয়ালা একখানি গৃহ। কিন্তু তাকেই ভগিনী বলতেন "My home is, in my eyes, charming."

কল্পনা করি, সেকালের ঘরোয়া শাড়ী গয়না-পরা, কুমারী অথবা বিবাহিতা মেয়েরা এখানেই এক খাঁটি মেমসাহেবের কাছে পড়াশোনা করতে আসছে। ঘরের কাজ সেরে বালিকা ও কিশোরী মেয়েরাই এখানে এগারটা থেকে চারটে পর্যন্ত সময় ভাগনীদের কাছে থাকতে পারত। সমকালীন সমাজের শাসনে, অভিভাবকের অজ্ঞতায় উত্তর কলকাতার ভদ্রপরিবারে তখন কুমারী কন্যারা শৈশব না পেরতেই বধূ হয়ে ওঠে আর নানা কারণে ঘরে ঘরে বালবিধবার দুখিনী প্রতিমা অবস্থান করত।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায়, দেশেরও দশের মঙ্গলের জন্য, তাঁর মানসকন্যা বিদূষী ভারতউপাসিকার প্রাণপাত প্রয়াসে রচিত এবং লালিত বোসপাড়ার এই বালিকা শিক্ষাকেন্দ্র। কেবল আধুনিক পাশ্চাত্য নয়, স্বামীজী চেয়েছেন ভারতের জাতীয়ভাব বজায় রেখে মেয়েদের যুগোপযোগী আদর্শ ভারতীয় নারীতে পরিণত করতে। ভগিনী নিজে ভারতকেই স্বদেশ জানতেন। তাঁর ভাষায় - "ভারতের পক্ষে যা কিছু ভারতীয়, তা যত নগণ্যই হোক, আমার কাছে নমস্য।" তিনি নানা কাজে সতত ব্যস্ত থাকলেও বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ইতিহাস, গণিত ও ইংরেজী শিক্ষা দিতেন। আর ভালবাসতেন ছবি আঁকা ও মাটির জিনিস তৈরী করা শেখাতে। মুখে মুখে গল্প করে, ছোটখাট দেশী জিনিষ নিয়ে পরম উৎসাহে তিনি কত কি শেখাতেন। তেঁতুলবিচি দিয়ে গণনা ও কাদার তাল দিয়ে মৃৎশিল্পে তাঁর অসামান্য শিক্ষাদান হত সেখানে। স্মৃতিশক্তি বাড়াতে তিনি অভিনব পদ্ধতি নিতেন যুক্ত ও অযুক্ত সংখ্যা গণনার । সহশিক্ষিকাকে বলতেন - 'মেয়েরা যদি কিছু না জানে তবে তাদের বলবে, - 'আচ্ছা, আমরা চেষ্টা করব, তাহলে নিশ্চয় শিখতে পারব।' মেয়েরা যদি কিছু বলতে পারে,

আর কিছু ভুল করে, তবে তাদের বলবে, হাঁ হল, কিন্তু আমরা আরও ভাল করতে চেষ্টা করব। 'যদি কোন মেয়ে ঠিক করে বলতে পারে তবে তাকে বলবে, 'ঠিক ঠিক'। এবং অন্য মেয়েদের বলবে, 'আমরাও পারব, আবার আমরা চেষ্টা করব।'

ছোট মেয়েরা তাঁকে ছোট ছোট পুতুল গড়ে এনে দিতে; সে গুলিকে তিনি একটি বাক্সে করে রাখতেন। পাথর বা মাটি দিতে ছাঁচ-কাটা শেখাতে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। তাদের মধ্যে কেউ প্রথমে যে ছাঁচটি তৈরী করে তাঁকে এনে দিত, সেটি যতই খারাপ হোক না কেন, তিনি অতি আদরের সঙ্গে তা নিতেন এবং দেবতার প্রসাদ যেমন লোকে মাথায় ধারন করে, তেমন করে মাথায় ছুঁয়েই নিজের ঘরে সাজিয়ে রাখতেন। এই রকমে তাঁর ঘরে মেয়েদের হাতে তৈরী ঐসব দ্রব্য স্তরে স্তরে সাজান থাকত। — একসময়ে মেয়েদের সপ্তাহের মধ্যে একদিন করে সংস্কৃত শেখান হবে, এমন প্রস্তাব হয়েছিল। নিবেদিতা তাতে বলেন, "যেদিন মেয়েদের হাতে তালপাতে লেখা সংস্কৃত শ্লোক আমার ঘরে শোভা পাবে, সেদিন কি আনন্দের দিনই হবে।"

প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা

জীবন যে রকম

জীবন কি রকম? অবশ্যই মানবজীবন সম্বন্ধেই সন্ধিৎসা। সে জীবন চলমান, সংগ্রামপূর্ণ। কখনো সুখে দুঃখে, কখনো আনন্দ বেদনায় উদ্বেল। স্বাধীনতা চায়, অথচ পরাধীনতাকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করে। জন্মগ্রহণের পর সচেতনতা প্রাপ্ত হয়েই নিজ পরিবেষ্টনী ও সীমা অতিক্রম করতে চায়। কোথাও থেমে থাকা তার স্বভাবে নেই। কখনোই পরাজয় স্বীকার করতে সে অনাগ্রহী । অথচ অন্য-নির্ভরতা ছাড়া, সে কার্যতঃ অচল। তাই বহির্জীবনে সে শত নিগড়ে বাঁধা। অন্তর্জীবনে মনের অনন্ত ইচ্ছার ডোরে আবদ্ধ। 'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই'। কিন্তু প্রশ্ন ছাড়াবো কি করে ?

আমাদের শাস্ত্রকারেরা কিন্তু বলেছেন, - 'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি।' এই জগতের রূপ, রস, গন্ধ,স্পর্শ, শব্দ সহ বিচিত্র আকর্ষণ আমাদের অভিভূত করে রাখে। এর নাগপাশ থেকে মাঝে মাঝে বেরুতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে ইচ্ছার জোর থাকে না। সে ইচ্ছা সঙ্কল্প হয়ে ওঠে না। তাই একদিকে বহির্জীবন, অন্যদিকে অন্তর্জীবন - এই দুইয়ের টানাপোড়েনেই ধোঁয়া হয়ে চলেছে সংসার জীবনের বিচিত্র বর্নের কাঁথাখানি, আনন্দে নিরানন্দে মেশানো, আলো আঁধারের পট পরিবর্তনের খেলা যেন। এই দুইয়ের টানাপোড়েনেই মানব জীবন বিপর্যস্ত ।

মানুষ সত্য কথা শুনতে ভালবাসে, কিন্তু সত্য কথা বলতে ভয় পায়। সত্য আচরণে মহা আড়ষ্ট । অন্যের ত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়, কিন্তু নিজ জীবনে তাকে স্থান দিতে অপারগ।

মন উত্তর চাও। কেন এই বৈষম্য ? জানতে চায় এই আলো আঁধারের খেলার পারে কি আছে। মন চায় আলোর সন্ধান, যে আলো অন্ধকারের দ্যোতক নয়, বিশুদ্ধ জ্যোতি, বিশুদ্ধ আনন্দ। সেটাই মানুষ অন্বেষণ করছে অনন্তকাল ধরে — 'কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো'?

আমাদের ঋষিরা নির্দেশ দিচ্ছেন 'আবৃত চক্ষু' হও। বাইরের ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখ করে দাও, আলোর উৎস তোমার অন্তরে, বিশুদ্ধ মনই বিশুদ্ধ আলোর উৎস। বাইরে কোথাও সে আলো দেখা যায় না, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে। চৈতন্যের আলোর রেখা যে সেখান থেকে আসছে, সেই আলোতেই জগতকে বোঝা হচ্ছে, বিষয়কাল হচ্ছে, শোক তাপ আনন্দ

বেদনার অনুভূতি হচ্ছে। তাই জ্ঞানীরা বলছেন 'উলট যাও'। ভেতরে ঢোক। কি করে ? আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় সবই তো বাইরে ক্রিয়াশীল। তাদের ভেতরে প্রবেশের তো অধিকার নেই। সেখানে তো মনবুদ্ধির রাজত্ব। সব কথাই ঠিক। কিন্তু পথ আছে। 'মহাজন যেন গতঃ স পন্থা'। মহাজনেরা যে পথে গিয়ে অনন্ত আনন্দ লাভ করেছেন সেই পথ ধরো। কি সেই পথ ? নিবৃত্তির পথ। ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত কর, বাসনা কামনার স্রোতকে প্রতিহত কর, তারাই দুঃখের মূল। গৌতম বুদ্ধ ও একদিন এই সংসারের মধ্যে ছিলেম। রাজার ছেলে, রাজঐশ্বর্যের সুখ, প্রাচুর্য্য, বৈভব, পত্নী প্রেম। পুত্রের প্রতি স্নেহ বাৎসল্য তাঁর বন্ধন মনে হলো। কিন্তু এর থেকে বেরোনোর পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। একদিন পথে ভ্রমন করার সময় একটি শব্দ কানে ভেসে হল, 'নিবৃত্ত, অর্থাৎ 'নিবৃত্তি'। মুহূর্তের মধ্যে যেন সংশয়ের মেঘ কেটে গিয়ে জ্ঞানের আলো ঝলসে উঠলো। মনকে নিবৃত্ত করতে হবে ইন্দ্রিয়জাত সুখ থেকে। তাই ইন্দ্রিয়গুলিকে বাইরের জগতের আকর্ষণ থেকে টেনে নিয়ে জ্ঞানের আলোকে পরিশুদ্ধ করে জীবনে এগিয়ে চল। অমৃত আনন্দ পাবার আর অন্য কোন পথ নেই। 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

সৃজন ছন্দে আনন্দে

আঁকার ক্লাস চলছে। একটি ছোট শিশু খুব মন দিয়ে কিছু আঁকার চেষ্টা করছে। শিক্ষিকা তার কাছে এসে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ কি আঁকবে তুমি?' ভগবানের ছবি আঁকবো - সপ্রতিভ উত্তর। কিন্তু তাঁকে তো কেউ দেখে নি, তিনি কেমন দেখতে কেউ তো জানে না - সকৌতুকে বললেন শিক্ষিকা। 'এক মিনিটের মধ্যেই জেনে যাবে' - গম্ভীরভাবে মন দিয়ে রঙপেন্সিল খাতায় বোলাতে বোলাতে উত্তর দিল শিশুটি। এই কল্পনাশক্তিই সৃজনশীলতার প্রথম অধ্যায়। সাহসের সঙ্গে ভুল করার ঝুঁকি নিতে নিতেই অনেক ভুলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে নিজস্বতা, নিজস্ব আবিষ্কার। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, নিময়তান্ত্রিক পাঠ্যব্যবস্থার চাপে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে সৃজনশীল মনেরা।

পিকাসো বলেছেন, সব শিশুরা জাতশিল্পী। সেটা প্রমান করে দেন জর্জ ল্যান্ড একটি পরীক্ষার মাধ্যমে। জর্জ ল্যান্ড ৩ থেকে ১৫ বছর বয়সীদেরকে নিয়ে একটি পরীক্ষা করেছিলেন ১৯৬৮ সালে। সেখানে দেখা গেছে, সৃজনশীল ব্যবহার থেকে বিচ্যুতি মানুষের সামাজিকীকরণের ফলে ঘটেছে। কারণ ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শতকরা ৯৮জন শিশু সৃজনশীল, যখন তাদের বয়স ১০, তখন তা নেমে আসে শতকরা ৩০শে। ১৫বছর বয়সে সেটি মাত্র ১২ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। এই একই পরীক্ষা করা হয়েছে ২,৮০,০০০ পরিণত বয়স্ক নারী পুরুষকে নিয়ে। সেখানে মাত্র ২ শতাংশ সৃজনশীল মানুষ খুঁজে পাওয়া গেছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়মকানুন, পদ্ধতি নষ্ট করে দিচ্ছে শিক্ষিত হওয়ার সবচেয়ে আবশ্যিক গুনটিকে। শিক্ষার সবচেয়ে বড় গুণ তো নতুন কিছু সৃষ্টি করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা, কেবল পূর্বসূরীরা যা ভেবে গেছেন বা বলে গেছেন তা পুনরাবৃত্তি করা নয়। সৃজনশীলতার অর্থ বিকশিত হওয়া, এর অর্থ আপাত অসঙ্গতিপূর্ণ ভাবগুলিকে মিলিয়ে এমন নতুন কিছুর আবিষ্কার যা জীবন ও সমাজকে সমৃদ্ধ করবে। স্বামী বিবেকানন্দ তো তাই গোটা একটা লাইব্রেরী মুখস্থ করার চেয়ে মাত্র পাঁচটি ভাবকে জীবনে আত্তীকরণের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। পাঁচটি ভাব যখন তার নিজস্ব হয়ে অন্য মাত্রায় প্রকাশিত হবে তখন সেই সৃজনশীল চিন্তা সম্ভার শুধু তাকেই নয়, তার সমাজকেও উপকৃত করবে।

সৃষ্টিসুখের উল্লাসকে পাথেয় করে সাহিত্যের যাত্রা শুরু। অথচ সেখানেও যখন প্রস্তুত প্রশ্নোত্তরের চাহিদা এবং সেই প্রশ্নোত্তর পাওয়ার জন্য বাড়তি অর্থমূল্য দিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকার দ্বারস্থ হওয়ার প্রবণতা বেড়ে চলে তখন সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা হয়। তাই ছাত্রছাত্রীর সহজাত সৃজনশীলতার স্রোত বাধা পাচ্ছে যে প্রতিবন্ধকতাগুলির জন্য সেই পাথরগুলি সরানোর কথা আমাদের ভাবতেই হবে। ভাবতে হবে অন্য ধাঁচে শিক্ষা দেওয়ার কথা। ভাবতে হবে কিভাবে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় তার কথা। এ ব্যাপারে বহু গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের সকলকে, ছাত্রী শিক্ষিকা, দুজনকেই সচেতনভাবে শুধু তার সামিল হতে হবে।

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

বেদ - লক্ষণম্

জ্ঞানং বেদস্য ব্যুৎপত্তিগতঃ অর্থঃ। সাধারণতয়া বয়ং বেদং হিন্দুজাতিনাং অতীবপ্রাচীনধর্মগ্রন্থরূপেণঃ জানিমঃ। কিন্তু বেদঃ প্রকৃত্যা সুবিশালঃ সাহিত্যম্ যস্য বিষয়বৈচিত্র্যং ব্যাপ্তিঃ ভাবগভীরতা চ পাচকান্ মুগ্ধান্ কুর্বন্তি। বিশেষতঃ বেদঃ ঋষিণাং স্ফটিকতুল্যহৃদয়ে উদ্ভাসিতপরম জ্ঞানম্।

পুরা ঋষিন্ বেদস্য বিষয়বস্তুং দ্বয়ো ভাগং অকুর্বন্। যথা মন্ত্রঃ ব্রাহ্মণঃ চ। ভিন্নদেবতানাং মহিমাকীর্তনং কৃত্বা তেষাং নিকটে অভীষ্টপূরণস্য প্রার্থনা- নিবেদনঃ অস্য মন্ত্রস্য মুখ্যঃ বিষয়ঃ। ব্রাহ্মণাংশে দেবতাঃ উদ্দিশ্য যজ্ঞরূপকর্মানুষ্টানাং তাৎপর্যেণ সহ ব্যাখ্যা প্রাপ্তা অস্মাভিঃ। মন্ত্রব্রাহ্মণয়ো- র্বেদনামধেয়ম্ ইতি সূত্রিতম্ আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে। 'শ্রুতিঃ' ইতি নাম বেদস্য প্রাচীনত্বং প্রকাশয়তি। বেদস্য লক্ষণম্ তাবৎ -

'প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ে ন বিদ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা"

ইতি

যজ্ঞঃ হি বেদস্য মুখ্যঃ প্রতিপাদ্যঃ বিষয়ঃ স এব যথা বাহ্যিক ভবতি,
তথৈব আন্তর অপি। তদুক্তং - কৌষীতকী ব্রাহ্মণে -
শ্রদ্ধা পয়ো বাক্ সমিৎ।
সত্যম্ আহুতি প্রজ্ঞাত্মা স রসঃ।।

বেদস্য ধারা নিরবচ্ছিন্নঃ। বৃহদ্ চেতনাৎ উৎসায়িতং ভূত্বা বেদঃ বৃহদ্চেতনে লীনয়তি। সুদুরকালাৎ বেদঃ অস্মাকং পূর্বপুরুষগণেন সযত্নসংরক্ষণেন অমূল্যসম্পদরূপেণ অস্মাকং হস্তে আগত ঃ প্রাচীনমনীষায়াঃ ঐতিহ্যপুষ্টাঃ সন্তঃ বয়মপি ধন্যাঃ সঞ্জাতাঃ চ।

মধুমিতা ঘোষ
(তৃতীয় বর্ষ)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবঃ

ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য জন্ম কামারপুকুর ইতি স্থানে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসস্য তৃতীয়দিনাংকে শুক্লপক্ষস্য শুভদ্বিতীয়া দিবসে অভবৎ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য পিতা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামঃ চট্টোপাধ্যায়ঃ মাতা চ চন্দ্রামনিঃ দেবী। পুত্রস্য পিতা গয়াধামতীর্থে অবস্থঅনকালে স্বপ্নমেবাম পূর্বং দদর্শ। দিব্যজ্যোর্তিময়ঃ পুরুষঃ প্রসন্নকণ্ঠে তাং অবদৎ, "ক্ষুদিরাম! তব ভক্তিভাবেন সন্তুষ্টঃ অহম্। এতৎ স্বপ্নবৃত্তান্তম্ স্মৃত্বা সঃ উত্তরকালে তস্য পুত্রস্য নামবরনং বারোতি গদাধরঃ। রামকুমারঃ আসীৎ গদাধরস্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কাত্যায়নী চাসীৎ তস্য জ্যেষ্ঠ ভগিনী। একাদশবর্ষীয়ঃ গদাধরঃ প্রকৃতেঃ রূপং দৃষ্ট্বা সমাধিস্থ অভবৎ। তদন্তরং স দেবগানং শ্রুত্বা অপি সমাধিগতঃ ভবতি স্ম। জয়রামবাটীগ্রামস্য রামচন্দ্রমুখোপাধ্যায়স্য কন্যা আসীৎ সারদা। তয়া সার্ধং রামকৃষ্ণস্য বিবাহং সুসম্পন্নং আসীৎ। সঃ দক্ষিণেশ্বরস্য কালীমন্দিরে পুরোহিতঃ অভবৎ। তত্র স দেব্যা কালিকয়া সহ একাত্মঃ জাতঃ। সপত্নীং সারদাদেবীং স জগদ্ধাত্রী ইতি স্বরূপাং পূজিতবান্। স্বামী বিবেকানন্দ আসীৎ তস্য পরমঃ শিষ্যঃ অয়ং মহামানবঃ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অগাষ্টমাসি সন্ধ্যাকালে মহাসমাধিস্থঃ অভবৎ।

তনুশ্রী দেবনাথ
(দ্বিতীয় বর্ষ)

রক্ষাবন্ধনম্

রক্ষাবন্ধনং শ্রাবণমাসস্য শুক্লপূর্ণিমায়াম্ আচর্যতে। ভ্রাতৃভগিন্যোঃ পবিত্রসম্বন্ধস্য সম্মানায় এতৎপর্ব ভারতীয়াঃ আচরন্তি। নির্বলতন্তুনা বদ্ধঃ ভ্রাতৃভগিন্যোঃ সবলসম্বন্ধঃ ভারতীয়সংস্কৃতেঃ গহনতায়াঃ প্রতীকম্। মানবসভ্যতায়াং বিকশিতাঃ সর্বাঃ সংস্কৃতয়ঃ প্রার্থনায়াঃ মাহাত্ম্যং ভুরিশঃ উপস্থাপয়ন্তি। আদিভারতীয় সংস্কৃতে বিচারানুগুণং ভ্রাতুঃ রক্ষায়ৈ ভগিন্যা ঈশ্বরায় কৃতা প্রার্থনা করোতি যং, "হে ঈশ্বর"! মম ভ্রাতরং রক্ষতু ইতি। এতাম প্রার্থনাং কুর্বতী ভগিনী ভ্রাতুঃ হস্তে রক্ষাসুত্রবন্ধনং করোতি। ভগিন্যাঃ হৃদি প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম ইষ্টবা ভ্রাতা ভগিন্যৈ বচনং দদাতি যৎ "অহং তব রক্ষাং বারিষ্যে" ইতি। ততঃ উভৌ পরস্পরং মধুরং ভোজয়তঃ

ভগিন্যা ঈশ্বরায় স্বরক্ষণম্য যা প্রার্থনা কৃতা, তস্যাঃ প্রার্থনায়াঃ কৃতে ভগিনী প্রতি কৃতজ্ঞতাং প্রকটয়িতুং ভ্রাতা ভগিন্যৈ উপহারম্ অপি গচ্ছতি। ভ্রাতৃভগিন্যোঃ সম্বন্ধস্য এতৎ আদানপ্রদানম্ অমুল্যং বর্ততে।

পূবালী চৌধুরী
ও
রাখী পোল্লে
(দ্বিতীয় বর্ষ)

আদর্শঃ ছাত্রঃ

আদর্শঃ ছাত্রঃ ছাত্রৈঃ অনুকরণীয়ঃ। স হি গুরুভুক্তঃ। ছাত্রানানধ্যয়নং তপঃ ইতি মনসি নিধায় বিবিধেষু বহির্কর্মান্তরেষু তৈঃ মতিঃ ন দেয়া। যে হি তপস্যাচারকালে বিচলিতমতয়ঃ ভবন্তি তে কদাপি তপস্যায়াং সিদ্ধিং ন লভন্তে। স সদাচারী মধুরভাষী চ ভবেৎ। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম' ইতি ন্যায়েন শ্রদ্ধাং বিনা বিদ্যা ন লভ্যতে স হি মাতৃদেবঃ পিতৃদেবশ্চ ভবেৎ। চরিত্রবান্ সমাজসেবী চ ভবেৎ । স্বাস্থ্য রক্ষা প্রত্যহং শরীরচর্চা চ কর্তব্য আদর্শঃ ছাত্রঃ দেশস্য সম্পদ্।

বুদ্ধঃ

ভগবান বুদ্ধঃ কপিলাবস্তু নাম নগরে শাক্যরাজবংশে জন্ম গ্রহনম্ অকরোৎ। বাল্যকালে তস্য নাম সিদ্ধার্থঃ আসীৎ। যৌবনে সঃ ত্রিবিধদুঃমতন্তমনুষ্যজীবনম্ অবলোক্য সংসারং পরিত্যজ্য বোধগয়া নাম্নি স্থানে বোধিবৃক্ষতলে সত্যদর্শনম্ অকরোৎ। ততঃ প্রভৃতি তস্য নাম 'বুদ্ধঃ' অভবৎ। সঃ বৈদিক ধর্মসম্মতঃ পশুনিধনবাহুল্যং ন অনুমণ্যতে। তস্য অহিংসাবাণী দেশে দেশান্তরে প্রচারিতা ভবতি অদ্য এব।

অনুপমা সাঁতরা
(তৃতীয় বর্ষ)

মহাশ্বেতায়া; রূপবর্ণনম্

সংস্কৃতগদ্যসাহিত্যজগতি মহাকবি বাণভট্টঃ উজ্জ্বলজ্যোতিষ্করূপেণ বিরাজমানঃ তস্য সর্বোৎকৃষ্টগদ্যকাব্য 'কাদম্বরী' ইতি কথাকাব্যে চন্দ্রাপীড়স্য বর্ণনেন / বর্ণনানুসারেণ মহাশ্বেতায়া অসামান্যরূপঃ অস্মাকং হৃদয়ান্ অতীব আপ্লুতং কুর্ম্মঃ। তৎ বয়ম্ কাদম্বরী গদ্যকাব্যাৎ মহাশ্বেতায়া অসাধারণং রূপলাবণ্যং কিঞ্চিত বর্ণনাং কর্ত্তুম্ উদ্যতঃ ভবামঃ।

রাজপুত্রঃ চন্দ্রাপীড়ঃ ভ্রমণং কর্ত্তুং পার্বত্যদেশে আগম্য সিদ্ধায়তনে শিবোপাসনারতাং ব্রহ্মাসনোপবিষ্টাং মহাশ্বেতাং দদর্শ। মহাশ্বেতায়া অপরূপসৌন্দর্যং দৃষ্ট্বা বিস্ময়বিমুগ্ধেন চন্দ্রাপীড়ঃ অস্মাকং সম্মুখং তস্যা রূপং বর্ণিতবান্।

মহাশ্বেতা মহাদেবস্য দক্ষিণাভিমুখং উপবিষ্টাং তস্যা শরীরাৎ জ্যোতিঃ সর্বদিশি বিস্তারয়তি। সা প্রলয়কালে উত্থিতঃ ক্ষীরোদ্সাগরপ্রবাহস্য শুভ্রবর্ণামিব প্রতিভাতি। যঃ ত্বাং দর্শয়তি মহাশ্বেতা তস্য শরীর পথপ্রবিষ্টেন দ্রষ্টারম্ অন্তরমপি শ্বেতং করিষ্যতি। অত্যন্তধবলপ্রভাবেন তস্যা শরীরস্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গানি ন স্পষ্টং দৃশ্যন্তে। সা স্ফটিকগৃহে অবতিষ্ঠতি, দুগ্ধমিশ্রিতবারিনি নিমজ্জিতঃ চ ইতি মণ্যতে, বিধাতা পঞ্চমহাভূতস্য সর্বদ্রব্য ত্যজানি কেবলং ধবলগুণেণৈব ত্বাং সৃজতি। সা রতিঃ পুনঃ মদনস্য দেহলাভার্থং মহাদেবস্য প্রসন্নং কর্ত্তুম নিরন্তর ভস্মলুণ্ঠনেন সর্বশরীরং শুভ্রবর্ণং ক্রীয়তে।

'নিরন্তর -ভস্মোলুণ্ঠন-সিতাঙ্গীং রতিমিব মদন দেহ নিমিত্তং হরপ্রসাদনার্থমাগৃহীত হরারাধনাম্'।।

ত্বাং দৃষ্ট্বা মন্যতে যৎ ক্ষীরোদ্সাগরস্য অধিষ্ঠাত্রীদেবী- লক্ষ্মী পূর্বপরিচিতঃ শিবস্য মস্তকোস্থিতঃ চন্দ্রকলাং দ্রষ্টুম্ আগতঃ। যেন শিবকণ্ঠস্য নীলবর্ণরূপং তমসাম্ অপসারয়িতুং জ্যোৎস্না আগচ্ছতি। শ্বেতদ্বীপস্য শোভাং অপরান্ দ্বীপাবলোকনং অত্র অবতিষ্ঠতে। প্রস্ফুটিতানি কাশপুষ্পানি শোভাং শরৎকালস্য উদীক্ষমানাম্ যেন শঙ্খাদিব উৎকীর্ণাং ত্বাং চ। সা অসামান্য ভক্তি ভাবেন মহাদেবস্যোপরি দৃষ্টিং স্থিরয়তি, এতাদৃশী দৃষ্ট্বা প্রতিভায়তে যৎ সা দ্বিতীয়য়ৈব শ্বেতপদ্মমালয়া শিবং পূজয়তি।

'অতুল-ভক্তি-প্রসাধিতয়া লক্ষ্যীকৃত-লিঙ্গয়া দ্বিতীয়য়েব পুন্ডরীক -মালয়া দৃষ্ট্যা সম্ভাবয়ন্তীং ভূতনাথম্" মোক্ষপুরদ্বারস্য কলসকান্তিনা দ্বৌ স্তনেন দ্বয়ো হংসযুক্তগঙ্গামেব সা প্রতিভায়তে। যথাকালে যৌবনাম্ উপস্থিতোহপি তস্যা কামদিবিকারং নাস্তি। দেবমন্ডপস্য চতুর্দিশি মণিময়স্তম্ভালগ্নাভিঃ তস্যা প্রতিবিম্বম্ অপতৎ, তৎ ত্বাং আত্মানুরুপসহচরীভিঃ সহ সবীনাভিঃ মিলিতমিব মন্যতে। অতুলানাং ভক্তিসহকারেণ আরাধনায় সা মহাদেবস্য হৃদয়ে প্রবেশয়তি। যদ্ সীতা অগ্নিম্ প্রবেশং কৃতবতী তদেব ইয়ং রমনী পরম্যজ্যোতিমধ্যাৎ প্রবেশয়তি। সা ইন্দ্রিয়াণাং বশীভূতঃ অকরোৎ, কেবলমেব জলপানমাত্রনৈব জীবনং ধারয়তি। সা নির্মমাম্, নিরহঙ্কারাম্, নির্মৎসরাম্, অমানুষাকৃতিম্ শ্চ। অষ্টাদশবর্ষীয়া এতাদৃশী মহাশ্বেতাং চন্দ্রাপীড়ঃ দৃষ্টবান্।

চায়না গড়াই
অনুরাধা বৈদ্য
(তৃতীয় বর্ষ)

রাজ্ঞঃ দিলীপস্য অসাধারণং চরিত্রম্

সংস্কৃতসাহিত্যজগতি স্বীয়প্রতিভাদ্যুতিনা ভাস্বরজ্যোতিষ্ক রূপেণ মহাকবিঃ কালিদাসঃ বিরাজতে। বাণ্যাঃ বরপুত্রঃ কালিদাসঃ অভিজ্ঞানশকুন্তলং, বিক্রমোর্বশীয়ং, মালবিকাগ্নিমিএম্ ইতি নাটক এয়ং রঘুবংশং কুমারসম্ভবং, মেঘদূতম্ ঋতুসংহারং চ ইতি কাব্য চতুষ্টয়ং বিরচিতবান্ । তেষাং রঘুবংশম্ অতীব মনোরমম্। কবিঃ তস্য বিরচিতস্য রঘুবংশ মহাকাব্যে, বৈবস্বতো মনোর্জাত - পবিত্ররঘুবংশস্য বর্ণনাং করোতি। তেষাম্ আজন্মশুদ্ধানাম্ আফলোদয়কর্মণাম্ আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্ ইতিহাসঃ। অতিবিশালরঘুবংশে দ্বিতীয় চন্দ্রেণ সমঃ রাজেন্দুঃ দিলীপঃ প্রতিভাসতে । তস্য বিপুলং বক্ষস্থলং, বৃষস্য স্কন্ধম ইব শালপ্রাংশুম্ ইব মহাবাহুঃ চ তং দৃষ্টা প্রতিভাতি যৎ উপযুক্তং শরীরং ধারয়তি। যথা মেরুং পৃথিবীং স্তম্ভবৎ রক্ষতি তথা দিলীপঃ সপ্তদীপরূপাং পৃথিবীং রক্ষতি। শাস্ত্রে কথিতং যৎ ''যত্রাকৃতিস্তত্র গুণাঃবকান্তি'। যথা দিলীপস্য আকৃতিঃ চমৎকারীনী তথৈব তস্য গুণরাশিরপি প্রচুরঃ।অতঃ কবিঃ অবদৎ -

আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।
আগমৈঃ সদৃশারম্ভঃ আরম্ভসদৃশোদয়ঃ।।

উত্তররামচরিতে ভবভূতিঃ লিখতি যৎ –

''বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদূনি কুসুমাদপি
লোকত্তরানাং চেতাংসি।''

অতঃ একধারেণ সমুদ্র যথা ভীতিপ্রদ তথা চিত্তাকর্ষকশ্চাপি অনুরূপতয়া রাজা দিলীপঃ আসীৎ যুগপৎ, দুষ্টাজনান্ প্রতি বিভীষণঃ সজ্জনান্ প্রতি চ পেলবহৃদয়ঃ।

তস্য সেনাঃ কেবলং পরিচ্ছদস্বরূপং পরন্তু রাজ্ঞঃ দিলীপস্য শাস্ত্রেষু অকুণ্ঠিতা বুদ্ধিং ধনুষি আরোপিতা গুণাদ্বয়ম্ এব তস্য কার্যসাধকম্ আসীৎ। মন্ত্রগোপনার্থং সঃ সর্বদা রহসি মন্ত্রণাং করোতি স্ম। আকারে জ্ঞিতেন দিলীপঃ সদৈব মৌনঃ আসীৎ । তস্য শক্তিমত্তা সর্বজনবিদিতা, সুপ্রসিদ্ধঃ দাতা সন্নপি কদাপি ন আত্মশ্লাঘাং করোতি স্ম। এবং দিলীপস্য চরিত্রেহপি এতাদৃশানাং

পরস্পর বিরোধিনাং গুণামাম্ একাবস্থানম্।

লিখ্যতে যৎ

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ

গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব।।

সঃ প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি চ পিতা আসীৎ পরন্তু তেষাং পিতরঃ কেবলং জন্মহেতবঃ।

রাজ্ঞঃ দিলীপস্য চরিত্রং সর্বগুণসম্পন্নম্ আসীৎ। তস্য এভিঃ গুণৈঃ রঘুবংশস্য পাঠকমন্ডলী পরবর্তি নৃপাঃ চ উৎসাহিতাঃ।

সুচিস্মিতা ঘোষ
বর্ণালী মন্ডল
(তৃতীয় বর্ষ)

নারী-নির্যাতনম্

যস্মিন দেশে সমাজে চ নারীণাং সমাদশে ভবতি, সঃ দেশঃ সমাজশ্চ পরাং সমুন্নতি । প্রপোতি। কিন্তু আধুনিক যুগে বিদেশী শিক্ষায়াঃ বিজ্ঞানস্য চ প্রভাবেন সমাজস্য অবক্ষয়াৎ প্রভূতং নারী-নির্যাতনং দৃশ্যতে। নারী সমাজে সত্যামপি জাগরূকতায়াং সমাজে দুষ্প্রবৃত্তেঃ প্রভাবেণ দেহজ প্রথা, অপহরণ-বলাৎকারাদি সমস্যা ন নিরোধং প্রাপ্নুবন্তি। নারী অধুনা পণ্যরূপেণ প্রচারমাধ্যমে চলচ্চিত্রাদিষু উপস্থাপ্যতে। সমাজে সর্বত্র শিশুকন্যা নিধনম্, নারী ধর্ষণম্, বধূ নির্যাতনম্ ইত্যাদী নিদৃশ্যন্তে। এষাং নিরাকরণায় সামাজিকম্ আন্দোলনং সর্বথা অপেক্ষ্যতে।

দেবশ্রী রায়
(দ্বিতীয় বর্ষ)

একস্যা ঃ নদ্যা ঃ আত্মকথা

অহং নদী গঙ্গা। অহং ভারতস্য শ্রেষ্ঠা নদী। অহং স্বখেয়ালে প্রবহামি। উচ্চশৈলশিসরাৎ আরভ্য সাগরে মম নিষ্পত্তিঃ। মম তীরে মানবৈঃ গ্রাম- নগর-বন্দর-কার্যশালাদীনি নির্মিতানি। মম জলেন ভূমিঃ শস্যশ্যামলা। মম উপনদীতীরে বহুলি নগরানি যথা হরিদ্বার; কানপুর; বারানসী; নবদ্বীপ; কলিকাতা; মথুরা ইত্যাদীনি। মম বক্ষসি জলবাহনানি বহন্তি। যাত্রী পণ্যশ্চ পরিবহনে মম গুরুত্বম অপরিহার্যম অহং কৃষিক্ষেত্রং সমৃদ্ধং করোমি, স্রোতসি চ পূর্ণগ্রাম; প্লাবয়ামি। চিন্তয়ামি যৎ মানবঃ কথঃ স্বার্থপরঃ। মম সাহায্যেন স্ব উন্নতিং করোতি পুনঃ মাং বিষাক্তরাসায়নিকপদার্থৈঃ মৃত মানবদেহৈঃ, মৃত পশুতি; চ দূষিতাং করোতি । যস্য ফলরূপেণ মানবাঃ বহহু কষ্ঠরোগিণঃ। ময়ি আশ্রিতা ঃ জলজপ্রানিনঃ ন চিন্তাশূন্যাঃ। তথাপি তীর্থেষু শ্রেষ্ঠতমা, নদীষু বিশালতমা, পূজ্যতমা চ ইতি সর্বৈঃ ভারতবাসিভিঃ মন্যতে। ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতৃভিঃ উক্তম - "সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ"।

কৃষ্ণা মুখার্জী
(দ্বিতীয় বর্ষ)

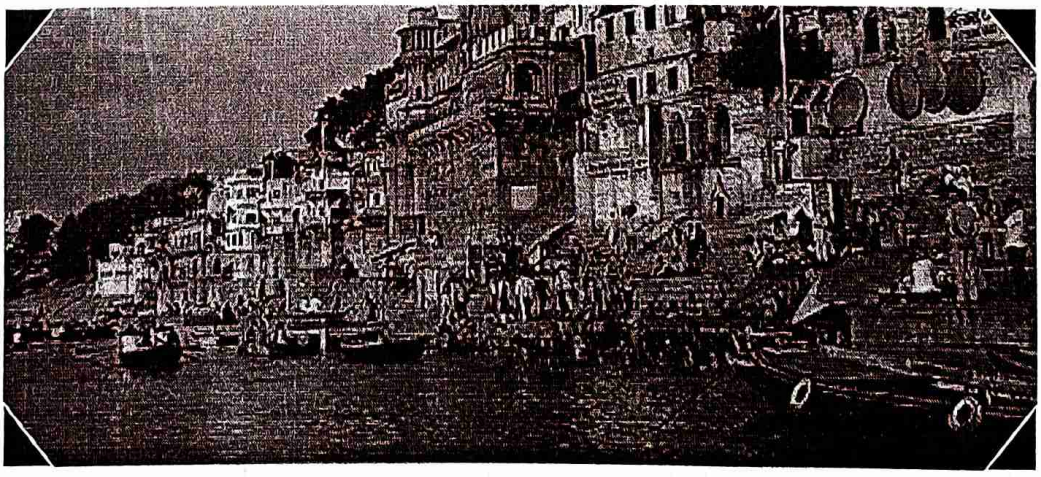

RAMAKRISHNA SARADA MISSION